আখেরাত সিরিজ–১৭

উত্থান দিবস পর্ব–২

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহি রহমানির রহীম

আখেরাত সিরিজ-১ এ আখেরাতের ৩২ টি নাম উল্লেখ করা হয়েছে। ৩২ টি নামের চতুর্থটি "উত্থান দিবস" আজকের আলোচনার বিষয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুজাদালা ৫৮:১৮

১. যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরুত্থিত করবেন, সেদিন তারা আল্লাহর সাথে ঠিক সে রকম হলফি করবে, যে রকম হলফ করে তোমাদের সাথে।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيَحْلِفُوْنَ لَهٗ كَمَا يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ وَ
يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ عَلٰى شَيْءٍ ؕ اَلَاۤ اِنَّهُمْ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ﴿۱۸﴾

যে দিন আল্লাহ পুনরুত্থিত করিবেন উহাদের সকলকে, তখন উহারা আল্লাহর নিকট সেইরূপ শপথ করিবে যেইরূপ শপথ তোমাদের নিকট করে, উহারা মনে করে যে, ইহাতে উহারা ভালো কিছুর উপর রহিয়াছে। সাবধান উহারাই তো প্রকৃত মিথ্যাবাদী। (সূরা আল মুজদালা ৫৮:১৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আত তাগাবুন ৬৪:৭**

২. কাফিররা ধারণা করেছে, তাদেরকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না। তুমি বলো: হয় অবশ্যই (পুনরুত্থান করা হবে), আমার প্রভুর শপথ।

কাফিররা ধারণা করে যে, উহারা কখনো পুনরুত্থিত হইবে না। বলো, 'নিশ্চয়ই হইবে, আমার প্রতিপালকের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হইবে। অতঃপর তোমরা যাহা করিতে তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হইবে। ইহা আল্লাহর পক্ষে সহজ।' (সূরা আত তাগাবুন ৬৪:৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা আল জ্বিন ৭২:৭**

৩. জিনেরা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে আরো বলেছিলো: 'তোমাদের মতো মানুষ ও মনে করতো, আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবে না।

আরো এই যে, জিনেরা বলেছিলো, 'তোমাদের মতো মানুষ মনে করে যে, মৃত্যুর পর আল্লাহ কাহাকেও পুনরুত্থিত করিবেন না।' (সূরা আল জ্বিন ৭২:৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে:</u> **<u>সূরা আল হাজ্জ্ব ২২:৫</u>**

৪. হে মানুষ! তোমরা যদি পুনরুত্থান সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে থাকো, তবে ভেবে দেখো আমরাই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, তারপর নোতফা (শুক্রবিন্দু) থেকে, তারপর আলাকা (শক্ত ভাবে আটকে থাকা পিন্ড) থেকে, তারপর পূর্ণ আকৃতি অথবা অপূর্ণ আকৃতির গোশতপিন্ড থেকে।

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ
تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَّ غَيْرِ
مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ ؕ وَنُقِرُّ فِى الْاَرْحَامِ مَا نَشَآءُ اِلٰٓى اَجَلٍ
مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوْۤا اَشُدَّكُمْ ۚ وَمِنْكُمْ مَّنْ
يُّتَوَفّٰى وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ اِلٰۤى اَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْۢ بَعْدِ
عِلْمٍ شَيْـًٔا ؕ وَتَرَى الْاَرْضَ هَامِدَةً فَاِذَاۤ اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَآءَ
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَاَنْۢبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيْجٍ ۝٥

হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও তবে অবধান করো-আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করিয়াছি মৃত্তিকা হইতে, তাহার পর শুক্র হইতে, তারপর 'আলাকা' হইতে, তাহার পর পূর্ণাকৃতি অথবা অপূর্ণাকৃতি গোশতপিন্ড হইতে-তোমাদের নিকট ব্যক্ত করিবার জন্য, আমি যাহা ইচ্ছা করি তাহা এক নিদৃষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তাহার পর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বাহির করি, পরে যাহাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও। তোমাদের মধ্যে কাহারো কাহারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও প্রত্যবৃত্ত করা হয় পরিণত বয়সে, যাহার ফলে উহারা যাহা কিছু জানিত সে সম্বন্ধে উহারা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখো শুস্ক, অতঃপর উহাতে আমি বারি বর্ষণ করিলে উহা শস্য-শ্যামলা হইয়া আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদগত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ; (সূরা আল হাজ্জ্ব ২২:৫)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আর রুম ৩০:৫৬

৫. যাদেরকে এলেম এবং ঈমান দেয়া হয়েছে, তারা বলবে তোমরা আল্লাহর রেকর্ড অনুযায়ী পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছো।

وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَىٰ
يَوْمِ الْبَعْثِ ۖ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾

কিন্তু যাহাদেরকে জ্ঞান ও ঈমান দেওয়া হইয়াছে তাহার বলিবে, 'তোমরা তো আল্লাহ বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করিয়াছ। ইহাই তো পুনরুত্থান দিবস কিন্তু তোমরা জানিতে না। (সূরা আর রুম ৩০:৫৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা লুকমান ৩১:২৮

৬. তোমাদের সবার সৃষ্টি এবং পুনরুত্থান এক ব্যাক্তির পুনরুত্থানের মতোই।

مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ
بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾

তোমাদের সকলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানেরই অনুরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা সম্যক দ্রষ্টা। (সূরা লুকমান ৩১:২৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল আনআম ৬:২৯

৭. তারা বলে, আমাদের দুনিয়ার হায়াতটাই একমাত্র হায়াত, মরণের পর আর আমাদের উঠানো হবে না।

وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٩﴾

তাহারা বলে, 'আমাদের পার্থিব জীবনে একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হইব না।'
(সূরা আল আনআম ৬:২৯)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা হুদ ১১:৭

৮. তুমি যদি তাদের বলো: "তোমরা অবশ্যই মৃত্যুর পর পুনরুত্থিত হবে," তখন কাফিররা অবশ্যই বলবে: "এটা তো এক সুস্পষ্ট ম্যাজিক।"

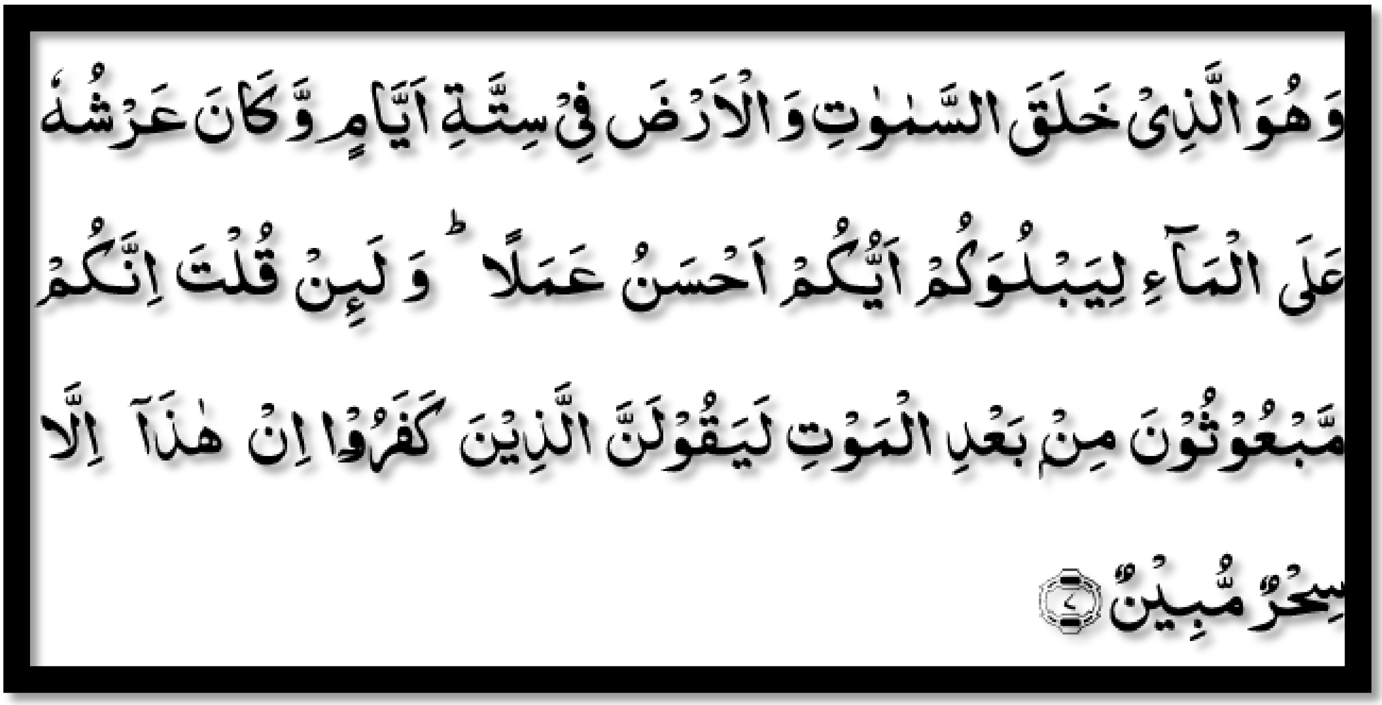

আর তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেন, তখন তাহার আরোশ ছিল পানির উপর, তোমাদের মধ্যে কে কর্মে শ্রেষ্ঠ তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য। তুমি যদি বলো, মৃত্যুর পর তোমরা অবশ্যই উত্থিত হইবে, 'কাফিররা নিশ্চয়ই বলিবে, ইহা তো সুস্পষ্ট জাদু।' (সূরা হুদ ১১:৭)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৪৯

৯. তারা বলে আমরা হাড়গোড়ে পরিণত হলেও এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টি হিসেবে পুনরুত্থিত হবো?

উহারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিনত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও কি নূতন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হইবো? (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৪৯)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯৮

১০. এটাই হলো তাদের উপযুক্ত সাজা, কারণ তারা আমাদের আয়াতের প্রতি কুফুরী করেছিল এবং বলেছিলো: আমরা হাড়েগোরে পরিণত হলেও এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেলেও কি আমাদেরকে নূতনভাবে সৃষ্টি করে পুনরুত্থিত করা হবে?

ذٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ بِاَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّ
رُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ﴿٩٨﴾

ইহাই উহাদের প্রতিফল, কারণ উহারা আমার নিদর্শন অস্বিকার করিয়াছিল ও বলিয়াছিল, 'অস্থিতে পরিনত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইলেও আমরা কি নূতন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হইবো? (সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৯৮)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিনুন ২৩:৩৭

১১. আমাদের দুনিয়ার হায়াতই একমাত্র হায়াত, এখানেই আমরা মরি এবং বাঁচি এবং আমরা কখনো পুনরুত্থিত হবো না।

اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ﴿٣٧﴾

'একমাত্র পার্থিব জীবনে আমাদের জীবন আমরা মরি বাঁচি এখানেই এবং আমরা উত্থিত হইবো না।'
(সূরা আল মুমিনুন ২৩:৩৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল মুমিনুন ২৩:৮২

১২. তারা বলে, আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি আর হাড়ে পরিণত হবো, তখন কি আমাদের পুনরুত্থান করা হবে?

قَالُوٓا ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَ ﴿٨٢﴾

উহারা বলে, 'আমাদের মৃত্যু ঘটলে ও আমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিনত হইলেও কি আমরা উত্থিত হইব? (সূরা আল মুমিনুন ২৩:৮২)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আস সাফফাত ৩৭:১৬

১৩. আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি ও অস্থিমজ্জায় পরিনত হবে, তখন কি আমাদের পুনরায় উঠানো হবে?

ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوثُوْنَ ﴿١٦﴾

'আমরা যখন মরিয়া যাইব এবং মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হইব, তখনি কি আমাদের উত্থিত করা হইবে।' (সূরা আস সাফফাত ৩৭:১৬)

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: সূরা আল ওয়াকিয়াহ ৫৬:৪৭

১৪. তারা বলতো, আমরা যখন মরে যাবো এবং মাটি আর হাড়ে পরিণত হবো, তখন কি আমাদের পুনরুত্থিত করা হবে?

وَ كَانُوْا يَقُوْلُوْنَ ۙ اَئِذَا مِتْنَا وَ كُنَّا تُرَابًا وَّ عِظَامًا ءَاِنَّا
لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾

আর উহারা বলিত, 'মরিয়া অস্থি ও মৃত্তিকায় পরিণত হলেও কি উত্থিত হইবো আমরা? (সূরা আল ওয়াকিয়াহ ৫৬:৪৭)

Click here http://www.morningbrightness.fi/

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে: **সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:৪,৫**

১৫. তারা কি ভাবে না যে, (মৃত্যুর পর) তাদের পুনরায় উঠিয়ে আনা হবে, এক মহাদিবসে?

উহারা কি চিন্তা করে না যে, উহারা পুনরুত্থিত হইবে, (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:৪)

মহাদিবসে? (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:৫)

প্রিয় ভাই ও বোনেরা, মৃত্যু সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু মৃত্যুর পর বিচার হবে এটা কাফের, মুশরিকরা বিশ্বাস করে না, অনেক মুসলমানগণ বিশ্বাস করে শুধু মুখে। তাদের অনেকের কাজকর্ম এটা প্রমাণ করে না যে, তারা মূলতই এটা বিশ্বাস করে। আসুন, আমাদের বিশ্বাস ও কাজকর্ম সহিহ করে দুনিয়ার জীবন-যাপন করি।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

আমিন

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

Click here http://www.morningbrightness.fi/